দামুড়হুদায় দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা সদরের ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া নামের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ১২টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পিতা রকিবুল ইসলাম (রিপন) অভিযোগে জানান, তার ছেলে রাহাত হুসাইন (১২) গুলশান পাড়ার ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুল মুকিত (৩০) ও হুমায়ন (২৮) দীর্ঘদিন ধরে তার ছেলেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, সামান্য কারণ বা বিনা কারণেই শিক্ষার্থীর কান ধরে টানা, চুল টেনে ধরা, শরীরে চিমটি কাটা, এমনকি মাথায় আঘাত করার মতো অমানবিক আচরণ করা হতো। প্রায় ১৫ দিন আগে মারধরের এক ঘটনায় শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা নিতে হয়।

পরিবারের দাবি, বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং অভিযোগ করার পর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

সর্বশেষ গত ২৬ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চুল ধরে টেনে মাথা নিচু করে পায়ের মাঝে ঢুকিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। এতে শিশুটির পিঠ, কোমরসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়।

এ ঘটনার পর অভিভাবক প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষকরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং মারমুখী আচরণ করেন বলে অভিযোগ

উঠেছে। এমনকি “ছেলেকে মেরেছি, যা পারিস করে নে” বলে হুমকি দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এর আগেও শিক্ষার্থী মারধরের অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রভাবের কারণে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ বলেন, “এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।”

এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। শিশুটিকে দেখেছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভুক্তভোগী পরিবার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। সচেতন মহলও দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়।

বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আগের দিন বিকালে নোটিশ জারি!

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হচ্ছে আজ ১৯ জানুয়ারি সোমবার থেকে। সকাল ৯টায় শুরু হবে প্রভাতি শাখার এবং দুপুর সাড়ে ১২টায় দিবা শাখার।

অথচ কয়েক ঘন্টা আগে গতকাল ১৮ জানুয়ারি রবিবার বিকালে বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পরে নোটিশ জারি করা হয়েছে। যা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাথী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নাম পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একজন অভিভাবক বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ স্বৈরাচার মনোভাব নিয়ে যখন যা খুশি

তাই করছেন। শিক্ষকদের দিয়ে মেয়েদের নানা রকম ভয়ভীতি দেখান, যে কারণে কেউ কথা বলতে রাজি হয় না। আগামীকাল (আজ) সোমবার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হবে আর আজ (গতকাল রবিবার) বিকালে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগীতার প্রস্তুতির জন্য নুন্যতম সময় তারা দেয়নি। এ ধরণের ঔধত্যপূর্ণ আচরণের বিচার হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, ‘সারাদিন বিদ্যালয়ে ছিলাম কিন্তু কিছুই জানলাম না। বিকাল বেলায় ফেসবুকে দেখলাম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার নোটিশ। নোটিশে বলা আছে কালকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হবে। এটা কোনভাবেই হতে পারে না।’

বিদ্যালয়ের জারিকৃত নোটিশে বলা হয়েছে, ১৯ জানুয়ারি সকাল ৯টায় প্রভাতি শাখা ও দুপুর সাড়ে ১২টায় দিবা শাখার ছাত্রীদের রবীন্দ্রসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগীতা হবে।

২০ জানুয়ারি মঙ্গলবার একই সময় অনুযায়ী আবৃত্তি, লোকসংগীত, নজরুলগীতি ও একক অভিনয় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

২১ জানুয়ারি বুধবার উভয় শিফট একই সঙ্গে সকাল ৯টায় প্রতিযোগীতা হবে, তবে কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।

২৬ জানুয়ারি সোমবার সকাল ৯টায় উভয় শিফটের একই সঙ্গে একক নৃত্য প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

তবে এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আহবায়ক জনি আলমের সাথে।

তিনি বলেন, হেড স্যারের নির্দেশে তড়িঘড়ি করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আপনি যে অভিযোগ করছেন, একই অভিযোগ অভিভাবকরাও করছেন। এ ধরণের অনষ্ঠানের প্রস্তুতি হিসেবে একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আজ বিকালে (গতকাল রবিবার) নোটিশ জারি করা হয়েছে বলেও তিনি স্বীকার করেন।

নির্দিষ্ট ছাত্রীদের বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে এমন সিদ্ধান্ত কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এমনটি সঠিক নয় বলে ব্যস্ততা দেখিয়ে আর কথা বলতে চাননি।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ বলেন, আমরা ১৩ তারিখ থেকে বাচ্চাদের (ছাত্রীদের) বলে আসছি। কিন্তু কেন যে ভুল করে আজ ১৮ জানুয়ারি নোটিশ করা হলো বুঝতে

পারলাম না। এটা ভুলে হতে পারে। তবে ছাত্রীরা সব জানে কবে কখন কোন প্রতিযোগীতা হবে।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ ও বল বিতরণ

ঝিনাইদহে স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ ও ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সাগান্না ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মীর রাকিবুল ইসলাম বলেন, ইউনিয়নের ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি মাদ্রাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে ১০০ টি ব্যাগ ২০টি ফুটবল এবং ১০টি ভলিবল প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জাকির হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফেরদৌস হায়দার জুয়েলসহ শিক্ষক ও ইউপি সদস্যবৃন্দ। এসব সামগ্রী পেয়ে শিক্ষার্থীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কক্ষ সংকটে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমির ৭শ শিক্ষার্থী

কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমিতে প্রায় ৭শ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

দীর্ঘদিন ধরে কক্ষ সংকট নিরসনে একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান থাকলেও তা আজও শেষ হয়নি। এ অবস্থায় দ্রুত সমাধান চেয়েছেন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিন উদ্দিন বলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার একটি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমি। আশপাশের অন্তত ১০টি গ্রামের ছেলে-মেয়েরা এখানে লেখাপড়া করে। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টি সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয়শ থেকে সাতশ শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়নরত।

তিনি জানান, এত শিক্ষার্থীর জন্য যেখানে ১৮ থেকে ২০টি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন, সেখানে বিদ্যালয়ে রয়েছে মাত্র ১৪টি কক্ষ। ফলে বাধ্য হয়ে কমন রুম, বিজ্ঞান ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব ও শিক্ষকদের অফিস কক্ষেও পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

কক্ষ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করা হলে ঝিনাইদহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় প্রায় ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে চারতলা একাডেমিক ভবনের বরাদ্দ পাওয়া যায়। যার প্রথম তলার নির্মাণকাজ ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি শুরু হলেও আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি।

প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, আগে থেকেই বিদ্যালয়ে কক্ষ সংকট ছিল। নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ায় সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। দ্রুত নির্মাণাধীন ভবনের কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

এ বিষয়ে রিফাত আরা ট্রেডিং নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ওবায়দুর রহমান বলেন, কাজটি তার লাইসেন্সে হলেও তিনি নিজে কাজটি করেননি। তিনি কাজটি শৈলকূপা উপজেলার ঠিকাদার শহিদুল ইসলাম নামের একজনের কাছে বিক্রি করে দেন।
তিনি জানান, কাজ শুরুর পর কিছুদিন চললেও পরে নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন, ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ওই বছরের ১৩ অক্টোবরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ঠিকাদারি

প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সমস্যার অজুহাতে বারবার কাজ বন্ধ করে দেয়। একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পরও কাজ না করায় প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে কাজটি পুনরায় টেন্ডারের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অনুমোদন পেলে পুনরায় নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার জানান, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা বিষয়ে সরকারি কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। কর্তৃপক্ষ তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম দামুড়হুদার রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের দুই শিক্ষার্থী

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা ও ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে দামুড়হুদা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুলের দুই কৃতি শিক্ষার্থী।

উপজেলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ও সক্ষমতার উজ্জ্বল প্রমাণ। গত বুধবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় উপজেলার মোট ৫৩টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বাংলা ও ইংরেজি রচনা বিভাগে দামুড়হুদা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী লামিয়া হোসেন লুবনা এবং সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাবিয়া বসরি নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে।

এই সাফল্যের মাধ্যমে তারা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের এই সাফল্য আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এর আগেও আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে দেশসেরা বৃত্তি অর্জন করেছে। শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধান, শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার ফলেই আজ এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

এই অর্জনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই মেহেরপুর জেলার ১৪৬৬টি প্রাথমিক ও ৪১৫টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে একযোগে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা কালেক্টরেট স্কুলে উপস্থিত থেকে বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম।

গতকাল বৃহস্পতিবার থেকেই জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা হাসিমুখে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছে।

অভিভাবকরা জানান, নতুন বই পাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়বে।

মেহেরপুরে সড়কে ঝড়েছে ৪৩ প্রাণ, আহত শতাধিক

মেহেরপুরে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৪৩ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, শিক্ষার্থী, নারী, সরকারি প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, প্রবাসফেরত যুবক, কলেজ ছাত্র ও বৃদ্ধ রয়েছেন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ট্রাক, ভ্যান ও বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষন করে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গত ২৩ ডিসেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ-টেংরামারি সড়কের আশরাফপুর এলাকায় ড্রামট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিজন হোসেন ও রকিবুল ইসলাম নামের দুই যুবক নিহত হন।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গাংনী-কুথিলী সড়কে ইটবাহী ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত তুহিন হোসেনের (৩২) পর তার শিশু কন্যা তানহাও মারা যায়। গত মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী ধলা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে।

১৪ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৮) নামের দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২ জন। রবিবার সকালে উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকেশ আহমেদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের মো. কমিরুল ইসলামের ছেলে। তিনি স্থানীয় বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র। আহতরা হলেন মেহেরপুরের আব্দুল বাকীর ছেলে অভিক আহমেদ (২৮) ও শয়ন আলী (১৬)।

৭ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত শাহিন এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত কাজিপুর গ্রামের ছাদিমান আলীর ছেলে।

২ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।

সোমবার দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের মাঠপাড়ার কৃষক ওসমান আলীর ছেলে।

২৯ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় তানিশা (৭) নামে এক কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়। শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাড়াডোব কাচারি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানিশা খাতুন গাড়াডোব কাচারি পাড়ার তামিম ইকবালের মেয়ে।

একই দিনে, মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আনন্দ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হন। শনিবার দুপুর ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২৬ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে কাঁঠাল গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রানা আহম্মেদ (১৭) নামের এক কিশোর নিহত হয়।

বুধবার দুপুরে সাহেবনগর গ্রামের তালতলা মোড় নামক স্থানে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রানা আহম্মেদ বামন্দী ইউনিয়নের নিশিপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

২৫ নভেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামসংলগ্ন রাস্তায় সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলাম (২১) আহত হন। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২২ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তাসিম (২১) নামে এক যুবক নিহত হন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মঠমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামে মোজাম্মেল হকের বাড়ির সামনে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসিম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরামপুর গ্রামের আ. লতিফের ছেলে।

আহতরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরাম গ্রামের রমজান আলীর

ছেলে আকাশ (২০), একই গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রাজা (২০), দৌলতপুর উপজেলার মহিশকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার মোটরসাইকেলচালক খোকনের ছেলে জিসান (২২) এবং তার সঙ্গে থাকা আরও একজন অজ্ঞাত যুবক।

১৯ নভেম্বর, গাংনীর নওপাড়া বাজারে ট্রলির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তুহিন আলী, ইমন ও সাব্বির হোসেন নামে তিন যুবক আহত হন। আহত তিনজনের বাড়ি একই গ্রামের নওপাড়া।

১৬ নভেম্বর, মেহেরপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তোফাজ্জেল বিশ্বাস নামের এক শিক্ষক নিহত হন। সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

৯ নভেম্বর, মেহেরপুরে বিআরটিসির একটি বাসের ধাক্কায় শরিফুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের শহরের ব্র্যাক অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শরিফুল ইসলাম শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার খাদেমুল ইসলামের ছেলে।

২৬ অক্টোবর, মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় শাহিদা খাতুন (৬০) নামের এক নারী শ্রমিক নিহত হন। রবিবার দুপুরে সদর উপজেলার ফতেপুর-শোলমারি সড়কের তেরোঘরিয়া গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিদা খাতুন উজলপুর গ্রামের মৃত আব্দুল গনির স্ত্রী।

২২ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের সঙ্গে ধাক্কায় সুজন নামের এক মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত যুবকের মৃত্যু হয়।

২১ অক্টোবর, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দী নামক স্থানে ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও তিনজন আহত হন। শুকুরকান্দীর গ্যাসপাম্পের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হলেন উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ার আরিফুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩৫)। আহতরা হলেন বাদিয়াপাড়া গ্রামের মফিজুল হকের স্ত্রী নোজিয়ারা খাতুন (৪০), একই গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে নিরব (১২) ও মহাব্বতপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সিএনজিচালক হযরত আলী (৩২)।

১৫ অক্টোবর, মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর উত্তরপাড়া মসজিদের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় ফারহানা ওয়াহিদা অমি (২৬) নামে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্রী নিহত হন।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারহানা ওয়াহিদা অমি মেহেরপুর শহরের কাসারিপাড়ার আব্দুল ওয়াহিদ চঞ্চলের মেয়ে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

১৪ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মকলেছুর রহমান নামের এক জমি পরিমাপ আমিন নিহত হন। নিহত মকলেছুর রহমান গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আব্দুর রহমান কারিগরের ছেলে। মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের এবাদতখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনীতে আলমসাধুর ধাক্কায় সাইফুল রেজা ওরফে মহাজন (৩৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হন। রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পোড়াপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯ আগস্ট, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি বাজার এলাকায় প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হন। রাত আড়াইটার দিকে দ্রুতগতির দুই প্রাইভেটকার রেসিং করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি দোকান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

আহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনেমা হলপাড়ার হাফিজের ছেলে ফেরদৌস (১৯) ও পলাশপাড়ার ওহি (১৯)।

১০ আগস্ট, মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা বাজারে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আকাশ নামের এক যুবক নিহত ও আরও দুইজন গুরুতর আহত হন।

১৮ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোহাম্মদ মন্টু নামের এক পথচারী নিহত হন। আহত হন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী।

১৬ জুলাই, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সরফরাজ খান সোনা (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।

২৫ জুন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক

কলেজছাত্র নিহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান
(৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)।

এছাড়াও চলতি বছরে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী ও প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও অনেকে নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

গত ১০ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন। এ ঘটনায় একই পরিবারের ৪ জন সদস্যসহ মোট ৫ জন আহত হন।

৫ জুন গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নিহত হন।

৪ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ী নজিম উদ্দিন (৬৪) নিহত হন এবং আরও ৪ জন আহত হন।

৩ জুন মুজিবনগরে ট্রলি ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে ৪ শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়।

১০ মে গাংনীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে আড়াই বছরের শিশু তাছনিয়া খাতুন নিহত হয়।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দিতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে ৩ জন নিহত ও ৩ নারী আহত হন।

৯ এপ্রিল গাংনীতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধ সামসুল হক
(৬৫) নিহত হন।

৩১ মার্চ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকার, ভ্যান ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, এক শিশু ও আরও একজন নিহত হন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের হাসান মোল্লার ছেলে ও এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর শাখার কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান ওরফে শোভন, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান এবং গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের শিশু পুত্র জুবায়ের হাসান।

২৭ মার্চ সদর উপজেলার আশরাফপুরে মোশাররফ হোসেন (৬০) সড়কে প্রাণ হারান।

২২ মার্চ কুঠি ভাটপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আলগামনের সঙ্গে ধাক্কায় প্রবাসফেরত সাগর মিয়া (২৪) নিহত হন।

৪ ফেব্রুয়ারি আমঝুপিতে ট্রাকের ধাক্কায় লাল্টু হোসেন (৩২) নিহত হন এবং মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত হন।

২৭ জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জামায়াত নেতা শেখ মোমিনুল ইসলাম (৫৫) মারা যান।

৮ জানুয়ারি গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র তাইমুজ্জামান (৯), কলেজছাত্র সিয়াম হোসেন (১৮) ও আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮) নিহত হন। এছাড়াও জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসপর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী, প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

দর্শনায় শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দর্শনায় ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এই শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ শাওন বলেন, আমরা দর্শনা পূর্ব রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছি। আমাদের ভালবাসার বন্ধন সংগঠন ভবিষ্যতে এরকম কাজ অব্যাহত রাখবে। আপনারা জানেন, ভালবাসার বন্ধন সংগঠন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে দর্শনার

জন্য। আপনারা সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং পাশে থেকে সহযোগিতা করবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ভালোবাসার বন্ধনের পরিচালক আরিফ তরফদার, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ নুর নবী সুমন, মোঃ হাসেম, সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হক সহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় বিদ্যালয়ের নিজস্ব হল রুমে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এ বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিদায় অনুষ্ঠানে খোকসা যুব সংঘ সভাপতি সামসুজ্জামান হামিদুল সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষিকা উলফাতুন নাহার, এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন খোকসা যুব সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সহ সাধারণ সম্পাদক হেলাল শেখ, খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক মোশারফ হোসেন, নির্বাহী সদস্য মাসুম রেজা, জিহাদ, সাইফুল ইসলামসহ সংগঠনের আরও নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বিদায় মানে শেষ নয়, এগিয়ে যাওয়ার নতুন পথচলা। তোমরা পরবর্তীতেও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে এবং বিদ্যালয়ের সুনাম ধরে রাখবে।

সংগঠনের সভাপতি বলেন, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। পঞ্চম শ্রেণির এই শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা যেন সৎ, আদর্শবান ও জ্ঞানী নাগরিক

হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপহার এবং শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দেয়া হয়। শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয় এবং এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে হাসি ফুটালো শুভসংঘ

প্রাথমিক বিদ্যালয জীবনের শেষ দিনে অশ্রু সিক্ত বিদায় বেলায শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটালো মেহেরপুর শুভসংঘ।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর সদরের বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ১৮ শিক্ষার্থীদের মাঝে পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ সামগ্রী তুলে দেন সংগঠনটির সদস্যরা।

বসুন্ধরা শুভসংঘের শিক্ষা উপকরণ পেয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে খাতা, কলম, হার্ডবোর্ড, স্কেল,ফাইল ও জ্যামিতি বক্স তুলে দেওয়া হয়েছে।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এস এম রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক কালের কণ্ঠ জেলা প্রতিনিধি ও বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা ইয়াদুল মোমিন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, সহকারী শিক্ষক স্বামীমা ইয়াসমিন সাথী।

কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন বলেন, আজকে তোমাদের প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের শেষ দিন। শেষ দিন অর্থাৎ এই স্কুল থেকে বিদায়। এরপরে তোমরা যাবা নতুন কোন স্কুলে, নতুন কোনো পরিবেশে। এই বিদায় উন্নতির জন্য বিদায়, ভালোর জন্য বিদায়। এই বিদায সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো একটি জায়গা ছেড়ে

দেওয়া। তোমাদের এই বিদায় ক্ষণে আমরা বসুন্ধরা শুভ সংঘের মাধ্যমে তোমাদের মুখে একটু হাসি ফুটাতে চাই, যে হাসিটা তোমাদের এই বিদায়কে একটু স্বস্তি দেবে, একটু আনন্দ দেবে।

তিনি আরো বলেন, বসুন্ধরা শুভ সংঘ এমন উদ্যোগ সারা দেশে নিচ্ছে। যারা খুবই অসহায় গরিব, তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। মেহেরপুরে কয়েকবার শত শত কম্বল বিতরণ করেছি। যারা একেবারে অসহায়, তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য দোকান করে দিয়েছি। একটা মেয়েকে তার পড়ালেখা করানোর জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছি। এভাবে আমরা অনেক কাজ করি, কিন্তু নীরবে নিভৃতে।

সভাপতির বক্তব্য এস এম রফিকুল আলম বকুল বলেন, তোমাদের উপহারে একটা কথা লেখা আছে শুভ কাজে সবার পাশে। আমরা আসলে কি করতে চাই সেটা লেখা আছে। আমরা ভালো কাজের সবার সাথে থাকতে চাই, সবার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চাই উদ্দেশ্য আমাদের এটাই। উপহার যদি একটি চকলেটও হয়, আমার কাছে মনে হয় ওটাও একটি উপহার। আমাদের এটা খুবই সামান্য একটি উপহার, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমাদের সমাজের প্রত্যেককে যদি এই কাজটা করতে থাকি, তাহলে এই কাজটা আর সামান্য থাকবে না, অসামান্য হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফৌজিয়া আফরোজ তুলি বলেন, বসুন্ধরা শুভ সংঘ তোমাদের হাতে একটি উপহার তুলে দিয়েছে। কালকে তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষায় একটু সাহায্য হবে। শুভ সংঘ যেহেতু শুভ কাজে আছে, বাংলাদেশে মাদক, বাল্যবিবাহ এবং হানাহানি আমরা যেন অসহিষ্ণু জাতি হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হতে যাচ্ছি। এগুলো নিয়ে কাজ করলে আমার মনে হয় আরো ভালো হবে।
আর আমার শিশুদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা যেন মারামারি, হানাহানি বা অসহিষ্ণুতা পরিহার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সহযোগিতামূলক আচরণ করো।

বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ অনিক হাসান, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ সম্পাদকঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান, কার্যকরী সদস্যঃ লামইয়া, আলিফ খান, লিখন আলী, মোঃ মনিব, আলিফ হাসান, নাসিম রানা, জুনাইদ ইকবাল, সাকিব হাসান রুদ্র, ইয়াছির ইউসুফ ইমন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।